শিক্ষামূলক ভ্রমনে-কলোম্ব,শ্রীলংকা।

সময় কাল-২৬ শে এপ্রিল হতে ৪ ঠা মে,২০১৭ ইং পযর্ন্ত

শ্রেনী ভিত্তিক শিখন শেখানো কর্মসূচী এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতির জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমনে ২৬ শে এপ্রিল হতে ৪ ঠা মে, ২০১৭ ইং পযর্ন্ত কলোম্ব, শ্রীলংকায় অবস্থান করা কালীন

প্রতিবেদন।

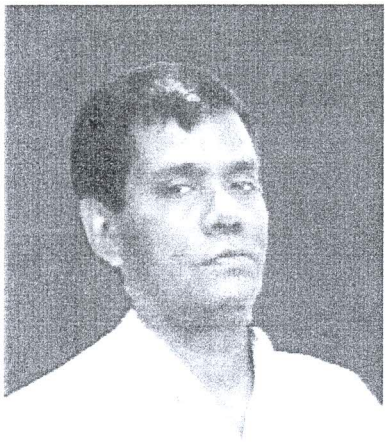

মো: মোসলেম উদ্দিন (এ ডি)





মো: রায়হানুল মাহামুদ (প্রশাসনিক কর্মকর্তা)

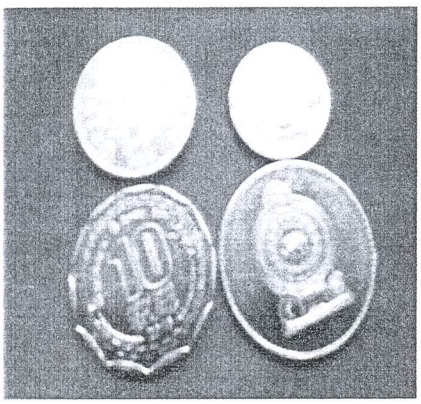



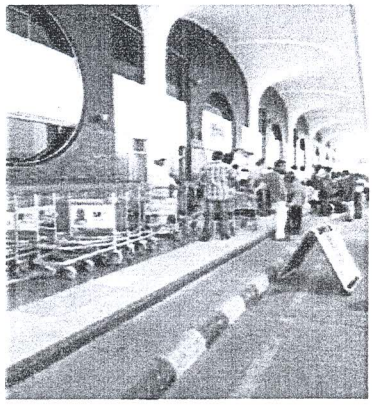

আয়োজনে ও ব্যবস্থাপনায়: তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচী (PEDP-III)

প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রানালয় (MOPME), বাংলাদেশ।

ছবি	কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী
	মোঃ মোসলেম উদ্দিন, এসিসস্টেট ডাইরেক্টর, প্রাথমিক ও গন শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর,ঢাকা ।
	রায়হানুল মাহমুদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, , প্রাথমিক ও গন শিক্ষা মন্ত্রনালয়,ঢাকা ।



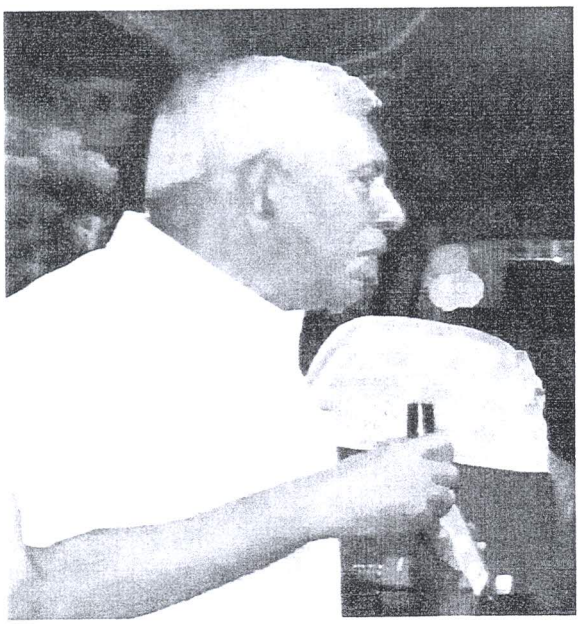

কোর্ডিনেটর মিঃ জামিনি ।

তার সহযোগিতায় এই শিক্ষা সফরকে সফল করেছে



ডাইরেক্টরট মহদোয়কে সন্মাননা হাতে তুলে দিচ্ছেন

টিম লিডার মোঃ মোসলেম উদ্দিন ও সাজ্জাদুল ইসলাম ।

ঢাকা, বাংলাদেশ হতে- কলোম্ব, শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে স্টাডি ট্যুরের জন্য গত ২৬/০৪/২০১৭ ইং তারিখে সকাল ১০.০০ টায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে টীম লিডার মোঃ মোসলেম উদ্দিনের নেতৃত্বে ও মোঃ রায়হানুল মাহামুদ, প্রশাসনিক কর্মকর্তা সহ রওনা দেই।

টিমের অন্যান্য সদস্যগনের নাম নিম্নে দেওয়া হলো-

ছবি	শিক্ষকগনের নাম ও ঠিকানা
	মোঃ রেহানুল হক, প্র/শি, কাঁটাবাড়ী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,পত্নীতলা, নওগাঁ।
	রনজিত কুমার সাহা, প্র/শি, মহেশ কাংলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,সদর, সিরাজগঞ্জ।
	মোঃ আক্তার হোসেন, প্র/শি, রায়দৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,কামারখন্দ,সিরাজগঞ্জ।
	আঃ হামিদ, প্র/শি, নওদুলি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,আত্রাই, নওগাঁ।
	মোঃ শফিকুল ইসলাম, প্র/শি, সৈয়দপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,নিয়ামত পুর,নওগাঁ।
	মোসাঃ নিলু আক্তারি, প্র/শি, বাসুদেবপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।
	মোসাঃ তহুরা খাতুন, প্র/শি, খিদরামতিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, বেলকুচি, সিরাজগঞ্জ।
	লাভলি রানী চাকী, প্র/শি, সালাঙ্গা বালিকা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ।
	মানজিমা খাতুন, প্র/শি, অনাথপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,পোরশা, নওগাঁ।
	শেফালী খাতুন, প্র/শি, মহাদীঘি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,আত্রাই, নওগাঁ।
	আইরিন পারভীন, স/শি, পুঁইয়া মডেল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়,পত্নীতলা, নওগাঁ।

শিক্ষাসফরের উদ্দেশ্যে (Study Tour) ঢাকা থেকে শ্রীলংকার উদ্দেশ্যে বিমান যোগে রওনা দেই। বিস্তারিত তথ্য নিম্নে দেওয়া হলো-

শ্রীলংকার প্রাথমিক শিক্ষার প্রেক্ষাপট :-

শ্রীলংকার সংবিধানের মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। শ্রীলংকার জনসংখ্যার ৯৮.০১% শিক্ষার হার যা একটি উন্নয়নশীল জাতির জন্য প্রত্যাশার চেয়ে অধিক। এটি দক্ষিন এশিয়ার মধ্যে সর্বোচ্চ শিক্ষার হার এবং সর্বোপরি এশিয়ার মধ্যে সর্বাধিক শিক্ষার হারের মধ্যে অন্যতম। শিক্ষা একটি দেশের সংস্কৃতি ও জীবনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে এবং যা ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বে পশ্চাৎগামী করেছিল। শ্রীলংকার আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা ঊনবিংশ শতাব্দি ব্রিটিশ সম্রাজ্যেও সমগ্রভাবে চালু করা হয়েছিল। শিক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক পরিষদের নিয়ন্ত্রনের অধীনে পরিচালিত হয় যা কিছু কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বে রয়েছে এবং অন্যদের জন্য স্বায়ত্বশাষিত প্রাদেশিক পরিষদের দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

শ্রীলংকার প্রাথমিক শিক্ষার কাঠামো:-

শ্রীলংকার শিক্ষা কাঠামো ৫ টি ভাগে বিভক্ত- প্রাইমারী, জুনিয়র সেকেন্ডারী, সিনিয়র সেকেন্ডারী, কলিজিয়েট এবং টারটিয়ারী। প্রাথমিক শিক্ষার স্থিতিকাল ৫ থেকে ৬ বছর (গ্রেড-১-৫) এবং এই পিরিয়ড শেষে বৃত্তি পরীক্ষা নামে জাতীয় পরীক্ষায় অংশগ্রহনের জন্য নির্বাচিত হতে পারে। এই পরীক্ষায় অসাধারন দক্ষতা সম্পন্ন ছাত্রদের অনুমতি দেওয়া হয় যাতে তারা অধিকতর ভালো স্কুলে যেতে পারে। প্রাথমিক শিক্ষার পরে জুনিয়র সেকেন্ডারী লেভেল স্থায়ী হয় ৪ বছরের জন্য যা সিনিয়র সেকেন্ডারী লেভেলের ২ বছরের দ্বারা অনুসরন কৃত এবং এটি জেনারেল সার্টিফিকেট শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি যেটিকে বলা হয় অরডিনারী লেভেল (O/Ls) শ্রীলংকার আইন অনুসারে এটি বাধ্যতামূলক করা হয় যতে ৯ গ্রেড পর্যন্ত (১৪ বছর) সকল ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারে এবং যে স্তরে তাদের শিক্ষা চালিয়ে যাওয়া পছন্দ করতে পারে অথবা ঝরে পড়ে এবং একটি চাকুরীর জন্য অথবা কৃষির জন্য শিক্ষানবীশে নিযুক্তকরণের জন্য সিদ্ধান্ত পারে। অনেক বিদ্যালয় জাতিগত দলের বিভক্তিকরনের জন্য অনেক বিদ্যালয় কেবলমাত্র হয় সিনহালা মিডিয়া অথবা তামিল মিডিয়ায় শিক্ষা প্রদান করা হয়ে থাকে এবং কোনোক্রমেই ইংরেজী মিডিয়ায় নয়।

শ্রেনী ভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রম এবং শিক্ষার্থী মূল্যায়ন পদ্ধতি পর্যবেক্ষন শিক্ষা সফর ।

গন্তব্য দেশ - শ্রীলংকা

গন্তব্য শহর কলোম্ব

কর্মকাল - ২৬ এপ্রিল হতে ৪ ই মে ২০১৭ ইং

অংশগ্রহনকারী সদস্য সংখ্যা - ১৩ জন ।

শিক্ষা সফরের পূর্ব প্রস্তুতি :– সরকারী পরিক্রমের প্রাপ্তির নিদের্শনা অনুযায়ী গত ২৫ শে এপ্রিল সকাল ৯ টায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে সভাকক্ষে উপস্থিত হই । অত:পর অধিদপ্তরের উর্দ্ধতনকর্মকর্তাগনের নিদের্শনার অপেক্ষা করতে থাকি । অবশেষে অপেক্ষার পালা শেষে ১০:৩০ মিনিটে একে একে ডি,জি, এডিজি, ডি,ডি, বিভিন্ন ব্যাচের টীম লিডারগন উপস্থিত হন । Study tour সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশনা দেন । ইতিমধ্যে বিদেশে শিক্ষা সফরের যাবতীয় কাগজপত্রের ফাইল আমাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় । তারপর আমাদের ১০ নং ব্যাচকে ডাকা হয় প্রয়োজনীয় খরচের চেক প্রত্যেকের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য । আমরা আবেগে আপ্লুত হয়ে গেলাম ; মনে হতে লাগলো আমি কি স্বপ্ন দেখছি? অবশেষে সপ্নের অবসান ঘটল যখন ব্যাংকের চেক নিয়ে গিয়ে ক্যাশ করলাম । ক্যাশ নিয়ে ফিরে আসলাম অধিদপ্তরে । ফিরে আমাদের লাঞ্চের প্যাকেট দেওয়া হলো, লাঞ্চ শেষে আমাদের জন্য ফ্লাইটের টিকিটের টাকা পরিশোধ করে, যাওয়া ও আসার টিকেট নিলাম । এরপরে টীমের সবাই মিলে মীরপুর ১০, এ গিয়ে মানি চেঞ্জার এ গেলাম । টাকাকে ডলারে চেঞ্জ করার জন্য । যদিওবা ক্রাইশিস চলছিল ডলারের; ডলার সংগ্রহ করতে প্রায় সন্ধা । ঢাকায় রাত্রি যাপন ।



হযরত শাহ জালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দর, ঢাকা ।



ঢাকা বিমান বন্দরে বোডিং পাশে সারিবদ্ধভাবে ক্লিয়ারেন্স নিচ্ছেন ।

বুধবার ২৬ শে এপ্রিল থাই এয়ারওয়েজের ফ্লাইট সিডিউল ছিল ১.৩৫ টায়; তাই সবাই হযরত শাহ জালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের ল্যাগেজ স্কানিং, বোডিং পাশ করতে করতে ফ্লাইটে উঠার সময় হয়ে এলো । সকল ফর্মালিটিশ শেষ করে সরিবদ্ধ হয়ে থাই TG 322 এয়ারওয়েজে নিজ নিজ আসন গ্রহন করলাম ।



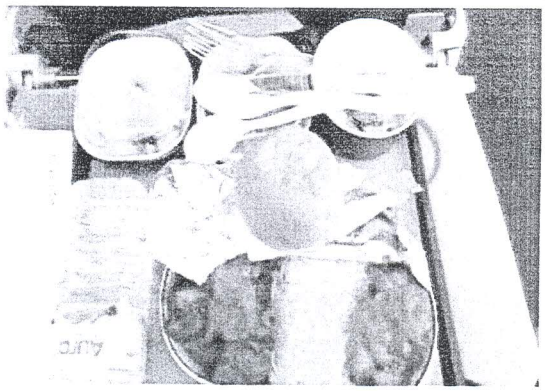

এয়ার হোষ্টেসের সেবা, লাঞ্চ ও আতিথিয়তায় সফর আনন্দদায়ক হয়ে উঠলো। প্রায় ৪.৩০ টা বিমানে উড়ার পর থাই এয়ারপোর্টে বিমানটি বাংলাদেশ সময় ৫.০০ টায় ল্যান্ড করে।





থাই বিমান বন্দরে ফ্রেস হয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘোরা-ফিরা করতে লাগলাম এবং আনন্দ উপভোগ করছিলাম ও ব্যাংকক থেকে কলোম্বগামী TG 307 আমাদেরকে নিয়ে উড়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। এয়ারপোর্টের সকল ফরমালিটিস শেষ করে আর্ন্তজাতিক সময় ২২.১০ এ বিমানে গিয়ে উঠলাম। নিরাপদ ও আরামদায়ক ভ্রমন শেষ করে রাত ১২.০১ মিনিটে শ্রীমাভো বান্দরনায়েকে, শ্রীলংকা এয়ারপোর্টে অবতরন করলাম।

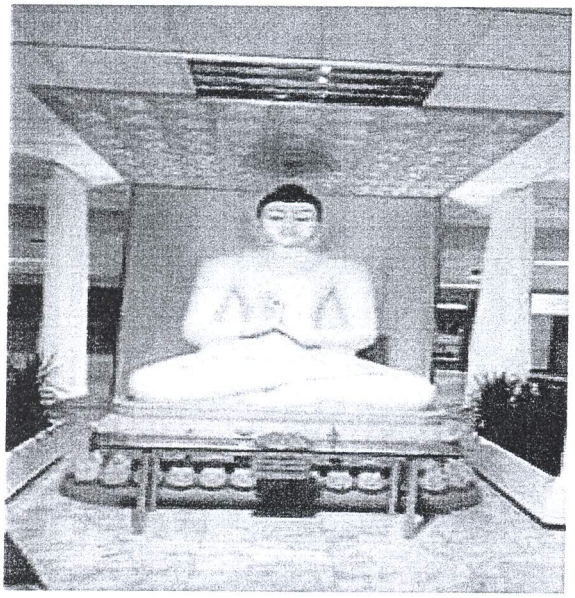



প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটরকে মনে মনে অনুসন্ধান করছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের টীম লিডার মোসলেম উদ্দিন স্যার মোবাইলে যোগাযোগ করে পেয়ে গেলেন কোর্ডনেটরকে। তিনি একজন শ্রীলংকার সাবেক সেক্রেটারী বর্তমানে ASIAN DEVLOPMENT BANK এ কাজ করছেন। তিনি দক্ষ, অভিক্ষ, কর্মঠ জনাব গামিনি কুডালিয়ানজি, ল্যান্ড ট্রান্সর্পোট এসি গাড়ী নিয়ে আমাদের অর্ভ্যথনার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

উভয়ের সংঙ্গে দেখা হওয়ায় আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। এয়ারপোর্টের প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠতে বললেন। কথামত গাড়ীতে উঠে বসলাম। গাড়ী চলতে চলতে আমাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজীতে বিভিন্ন দিক নিদের্শনা দিচ্ছিলেন। শ্রীলংকার পরিবেশ, হোটেলে অবস্থান করা, খাওয়া, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়া আসা, শপিং করা ইত্যাদি বিষয়ে কথা বলছিলেন। তখন প্রায় রাত ২.০০ টা হোটেলের সামনে নিয়ন বাতি দিয়ে লেখা





"OPUNENT, Reverface Hotel. হোটেলের Recepsonist এর সামনে সবাই গেলাম। আমাদের টীম লিডার Ladies officer ও Teacher দের রুম বরাদ্দ দেওয়ার পর Gents দের রুম দেওয়া হল, অবশেষে আমাদের টীম লিডার ও আমার জন্য ১টি মাত্র রুম রাখা হয়েছে। আমরা একই রুমে ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে উঠলাম। সর্বশেষ কাজ শেষ করতে রাত প্রায় ৩ টায় ফ্রেস হয়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন অর্থ্যাৎ ২৭/৫/২০১৭ ইং তারিখের সকালে ক্লান্তি যতই থাক আমার ৫.৩০ টায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। টীমের অন্যান্যরা গভীর ঘুমে অচেতন। অবশেষে ৭.০০ টার মধ্যে সবার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সবাই বাথরুম ও টয়লেট সরে নেওয়ার পর শরীরটা তরতাজা হয়ে উঠলো। হোটেলের আচ্যাস্ট রেস্টুরেন্টে Breakfast এ চলে গেলাম। নতুন পরিবেশে নতুন খাওয়ার আইটেম সবাই পরখ করছিল। যদিওবা আমাদের দেশীয় ভাত, রুটি , ব্রেড, ডালকারী, Fish, Vegetable, খাওয়ার পর ফ্রুট, জুস সর্বশেষে কফি, চা যে যা খেতে চায়। Breakfast complete করার পর শরীর-মন Energy তে ভরে গেল। এখন মনে হচ্ছে সারাদিন কাজ করার পরও ক্লান্তি আসবেনা।

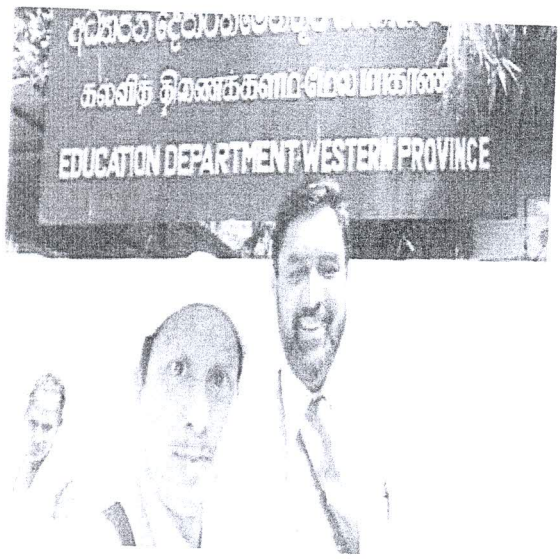



ইতিমধ্যে আমাদের Co-coordinator Mr. Gamini আমাদের সংঙ্গে কুশল বিনিময় করছিলেন এবং আমাদের আজকের ওর্য়াক, Policy and implementation strategy of primary Education system of Srilanka. শ্রীলংকা সময় সকাল ৮.০০ টায় আমরা D.E.M.E তে গেলাম D.P.E এর সংঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে তিনি এবং সহর্কমীরা আমাদের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সহাস্য বদনে অভিনন্দন ও স্বাগত জানালেন। অত:পর আমাদের Conference রুমে বসতে দিলেন, Additional Secretory মহোদয় আমাদের সংঙ্গে মত বিনিময় করছিলেন, ইতিমধ্যে Director জনাব বিমল গুরুরাত্নে Good morning জানিয়ে আসন গ্রহন করলেন। এরপর তিনি শ্রীলংকার primary Education এর system এর উপর Discusion করছিলেন এবং Multimedia ব্যবহার করে Learning and shearing পদ্ধতিতে। নিম্নে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরা হলো-



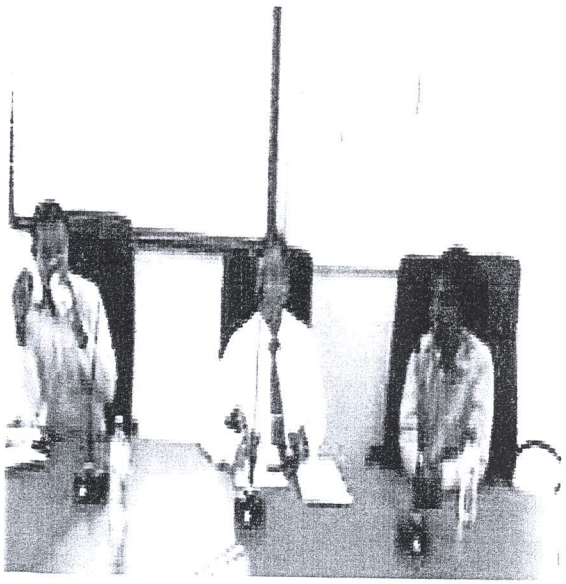

দেশের নাম - Democratic Socialist Republic of Srilanka

রাজধানী- ২টি (১) শ্রী জয়াবধর্নেপুরা (প্রশাসনিক)

(২) কলোম্ব (বানিজ্যিক)

রাষ্টীয় ভাষা - সিংহালা ও তামিল

২য় রাষ্টীয় ভাষা বা লিংক ল্যাংগুয়েজ ইংলিশ

প্রেসিডেন্ট - মাইথ্রিপালা সিরিসেনা।

প্রধান মন্ত্রি - রানিল ইউক্রিমি সিংহি।

স্বাধীনতা দিবস - বৃটিশদের কাছ থেকে ৪/২/১৯৪৮ ইং।

আয়তন - ৬৫,৬১০বর্গ কি: মি.

মোট জনসংখ্যা - ২০,২৭৭,৫৯৭ মিলিয়ন

জনসংখ্যার ঘনত্ব- ৩২৩ প্রতি ঘন কি: মি:

GDP - ৮০,৬৯১ বিলিয়ন ডলার

মাথাপিছু আয় - ৩৮১৮ মার্কিন ডলার

মুদ্রার নাম - শ্রীলংকান রুপি

বিদ্যালয়ের সংখ্যা- ১২২৮ টি

শিক্ষক সংখ্যা- ২১২৪৪১ জন

শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষন ও শিক্ষা দিয়ে থাকে জাতীয় শিক্ষা ইন্সিটিটিউট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে হলে নির্দিষ্ট সাধারন শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করে ৪ বছরের প্রাইমারী এডুকেশনে ডিপ্লোমা কোর্স করতে হয়। (SBTD) School Based Teacher's Diploma এই কোর্স করতে কোন রকম স্যালারী পাওয়া যায়না। তবে এটি করতে সরকারী পক্ষ থেকে সন্মানীভাতা পাওয়া যায়। শ্রীলংকা সরকার ৫+-১৬+ পযর্ন্ত অর্থাৎ একাদশ শ্রেনী পযর্ন্ত বাধ্যতামূলক করেছে শিক্ষা ব্যবস্থাকে।

(ECCE)- Early Childhood Care Education (শৈশব শিশু পরিচর্যা) (৪-৫)+

Structure of Primary Education in Srilanka.

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের শিক্ষার বয়স:

Kindergarten- ৪-৫ বছর বয়স

Grade-1- ৫-৬ বছর বয়স

Grade-2- ৬-৭ বছর বয়স

Grade-3- ৭-৮ বছর বয়স

Grade-4- ৮-৯ বছর বয়স

Grade-5- ৯-১০ বছর বয়স schoolar ship- Examination

শ্রীলংকায় প্রাইমারী বিদ্যালয় :- শ্রীলংকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে প্রধানত দুই ধরনের। এর মধ্যে

(১) সরকারী বিদ্যালয় (২) এবং বেসরকারী বিদ্যালয়।

সরকারী বিদ্যালয় :- মোটের উপর শ্রীলংকার সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে অবৈতনিক করার ফলে ৯৮২৯ টি সরকারী বিদ্যালয়, ৩৮ মিলিয়ন শিক্ষার্থী সংখ্যা এবং ২১২৪৪১ জন শিক্ষক, ৫৬১ টি বৌদ্ধ গুরু দ্বারা পরিচালিত; প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকার খরচ বহন করে থাকে।

জাতীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় :- জাতীয় বিদ্যালয়গুলি সরাসরি মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রন করে এবং খরচও মন্ত্রনালয় বহন করে। এই জাতীয় বিদ্যালয় গুলি বেশিরভাগ উপনিবেশীক আমলে প্রতিষ্ঠিত। এই স্কুল গুলির সংখ্যা প্রায়- ৩২৩ টি।

প্রাদেশিক বিদ্যালয় :- শ্রীলংকায় প্রাদেশিক স্কুলের সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী। এই বিদ্যালয়গুলি প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। স্থানীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত হওয়ার কারনে সন্ধ্য শিক্ষক, সীমিত সুযোগ সুবিধা থাকে।

প্রিভিন :- প্রিভিন (Priven) হল বৌদ্ধ সন্নাসীদের দ্বারা পরিচালিত, বৌদ্ধপুরহিতদের শিক্ষার ব্যবস্থা। এই প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক প্রাচীন কাল থেকে শিক্ষাদান করে আসছে। বর্তমানে ৫৬১ টি প্রিভিন শিক্ষা মন্ত্রনালয় খরচ নিবার্হ করে। তরুন বৌদ্ধ পুরহিতদের O/L এবং A/L পরিক্ষা পাশ করার পর ধর্মীয় উন্নত শিক্ষার জন্য রাষ্ট্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরন করা হয়।

বেসরকারী বিদ্যালয় :- ব্যাক্তি মালিকানায় বিদ্যালয় কিছু আছে বেসরকারী ভাবে। ব্যাক্তি মালিকানায় পরিচালিত হয়ে আসছে। উপনিবেশীক আমল থেকে উচ্চ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেনীর জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান গুলি স্থানীয় ভাষায় যেমন- সিংহালা, তামিল বা ইংরেজী ভাষায় শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের দেওয়া কারিকুলাম অনুসরন করে।

আর্ন্তজাতিক বিদ্যালয় :- শ্রীলংকার আর্ন্তজাতিক মানের বিদ্যালয় গুলি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। এখানে উচ্চবিত্ত বা সমর্থ্যবান পরিবার থেকে ছাত্র/ছাত্রীর অর্থের বিনিময়ে ভর্তি হয়ে থাকে। শিক্ষা মন্ত্রনালয় নিয়ন্ত্রন করে না। ইহা বিনিয়োগ বোর্ডের অধীনে উচ্চমানের শিক্ষা প্রদান করে। অন্যান সাধারন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনায় নিয়ম শৃংখলা ভালোমানের। অভিজাত পরিবারের শিশুরা উচ্চ টিউশন ফি এর বিনিময়ে ভালো সুযোগ সুবিধা সহ উচ্চ মানসম্মত শিক্ষা লাভ করে। নিম্নে শিক্ষা প্রশাসন ধারাবাহিকতা দেওয়া হল।

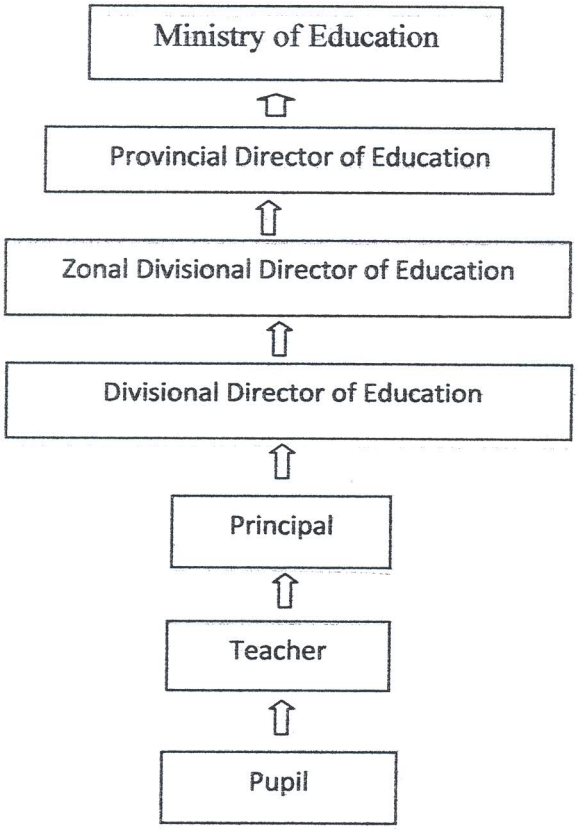

Sangamitta Balika Vidyalaya Colombo.

৩য় দিন ২৮/৪/২০১৭

সাংগামিত্তা বালিকা বিদ্যালয়া, কলোম্ব- সকাল ১০ টায় পরির্দশনে যাই। বিদ্যালয়টি কলোম্ব শহরে অবস্থিত। বিদ্যালয়টিতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঐ দেশের পাঠদান সেসান উপাস্থাপনা এবং শ্রেনীকক্ষে ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষন করা। কোডিনেটরের সহয়তায় আমাদের টীম বিদ্যালয়ের গেটে পৌছাতেই দেখলাম আগে থেকেই

ডাইরেকটর মহদোয় বিদ্যালয়ের Principal অন্যান্য স্টাফ, শিক্ষার্থীরা আমাদের অর্ভ্যথনার জন্য দাড়িয়ে আছেন।





অতপর সারিবদ্ধভাবে দাড়িয়ে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র বিশেষ করে ভায়োলিন সহকারে মনমুদ্ধকর সুর বাজিয়ে আমাদের টীমকে অভ্যর্থনা জানায়। এরপরে ডাইরেক্টর মহোদয় ও Principal আমাদের হলরুমে নিয়ে গেলেন। সেখানে ডাইরেক্টর ও প্রিন্সিপাল প্রশ্নউত্তরের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পাঠদান ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কথা প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে, পূর্বেই জানা দরকার শ্রীলংকায় অধিকাংশ বিদ্যালয় বালক-বালিকা পৃথক বিদ্যালয় আবার ধর্ম ভিত্তিক বুদ্ধিষ্ট, মুসলিম অন্যান্য জাতিগত বিদ্যালয় গুলি পৃথক রয়েছে। আমরা যে বিদ্যালয়ে গেলাম সেটি একটি বালিকা বুদ্ধিষ্ট বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টিতে প্রায় ৭৫০ জন বালিকা শিক্ষার্থীর জণ্য ১৫০ জন শিক্ষক রয়েছেন। এখানে (ECCE) ৫+ শিক্ষার্থী থেকে ১১+ (বৃত্তি) পযর্ন্ত পাঠদান করে থাকেন। সাপ্তাহিক ছুটিকে Weekenday হিসাবে ২ দিন শনিবার ও রবিবার ছুটি ভোগ করে।



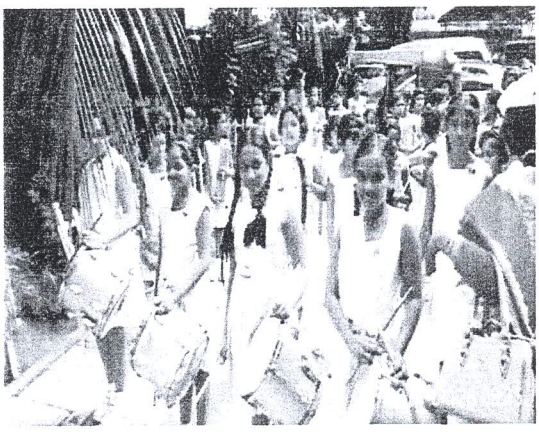

বিদ্যালয়ের সময়- সকাল ৭.৩০ হতে ১.৩০ টা পযর্ন্ত তবে শিক্ষকেরা ছুটির পর বিদ্যালয়ের অন্যান্য কাজ করে থাকেন। কোন কোন শ্রেনীতে ২ জন শিক্ষক থাকেন একজন শ্রেনী শিক্ষক আর একজন বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক যিনি পাঠদান করেন। শ্রেনীতে যাওয়ার পূর্বে প্রিন্সিপালের নিকট হতে পাঠ পরিকল্পনা অনুমোদন করে নেন। এখানে উল্লেখ্য যে Principal এর কোনপ্রকার পাঠদানের সুযোগ নেই। এখানে শ্রেনীকক্ষে একটি টেবিলে ৪/৬ জন শিক্ষার্থী দলীয় কাজের মাধ্যমে শ্রেনী পাঠদান চলে।

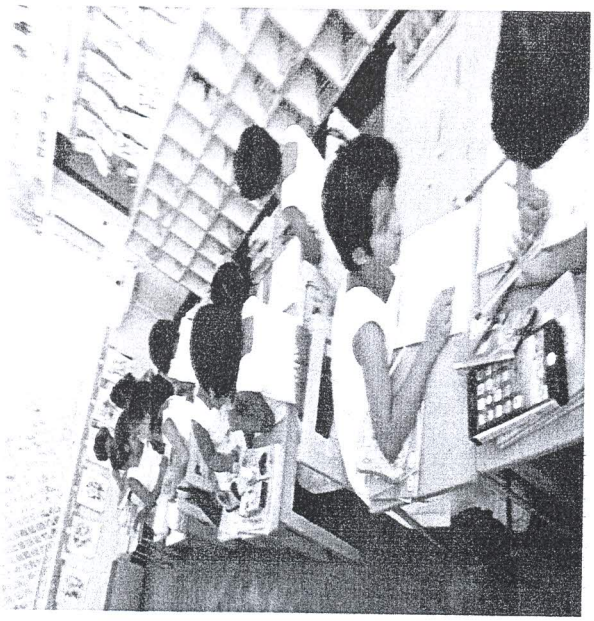

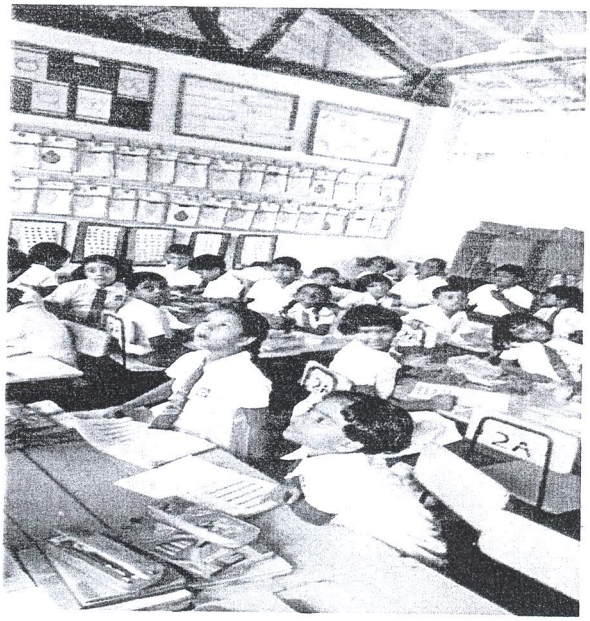

শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ডিজিটালাইজ ফিংগারিং মাধ্যমে হয়ে থাকে।

শ্রেনীকক্ষে পাঠদানের সময়- ৫০ মিনিট।

বছরে একদিন উৎসব হয় সেখানে সকল প্রকার খেলাধুলা, সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শিক্ষার্থী দ্বারা তৈরী হস্তশিল্পের প্রর্দশনী হয়। সেখানে স্থানীয় জনগন, পিতা-মাতা সকল শিক্ষার্থী, গন্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ অনুষ্ঠান দেখতে আসেন।

৩ মাস অন্তর Parents সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে অফিসার, শিক্ষক, পিতা-মাতা অংশ গ্রহন করে মত বিনিময় করে থাকেন।

বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধাদি :- বিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিবহন বাস আছে, যাতে করে শিক্ষার্থীদের নিয়ে আসা যাওয়া হয়।

খেলার সামগ্রী :- বিভিন্ন প্রকার খেলনা,দোলনা, স্লিপার,আরো অন্যান্য নাম নাজানা খেলনা।

পরীক্ষার ফি :- এখানে কোন প্রকার ফি নেওয়া হয় না। যা সরকার বহন করে।

টিফিন :- গরীব শিশুদের টিফিনের ব্যবস্থা রয়েছে।

পোষাক :- শিক্ষার্থীদের পোশাক সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়।

জুতা :- সরকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়।

পাঠদান পর্যবেক্ষন :- আমরা কয়েকটি শ্রেনী পাঠদান পর্যবেক্ষন করি এবং নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করি।

প্রিন্সিপাল আমাদের টীমের উদ্দেশ্যে বিবৃতি দেন এবং নাস্তার জন্য Invite করেন। আমরা নাস্তা খাওয়ার পর বিভিন্ন শ্রেনী ঘুরে ঘুরে দেখি।

দুপুর ২ টায় আমাদের হাতে লাঞ্চের প্যাকেট ও পানির বোতল দেওয়া হয়, আমরা বিদ্যালয় হলরুমে বসে লাঞ্চ সমাপ্ত করি। বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে আমাদের নির্ধারিত Transport এ প্রায় ৩টায় আমাদের হোটেলে ফিরে আসি।

বিকাল ৪.৩০ এ হোটেল গেটে গাড়ী এসে ভিড়ল কলম্ব সমুদ্র সৈকতে যাওয়ার জন্য। টিমের সকল সদস্য এসে উঠল। সবাই আমরা আনন্দিত বিকাল থেকে সন্ধা পর্যন্ত এই সুন্দর মুহুর্ত গুলি উপভোগ করছিল। সবাই যে যার সংঙ্গে ছবিগুলি তুলছিল। ইতিমধ্যে সন্ধা পেরিয়ে গেছে কেউ টের পাইনি। করডিনেট তারা করছিলেন গাড়িতে উঠার জন্য। গাড়ি এসে দাড়ালো শহরের এক হোটেলের সামনে, কারন রাতের খাবার নিজ দায়িত্বে খেতে হবে। তাই যে যারমত করে খাবার কিনে নিজ আবাসিক হোটেলে এসে খাবে। সবাই ফিরে আসলাম হোটেলে। খাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ক্যান্ডি যাত্রা ২৯/৪/১৭



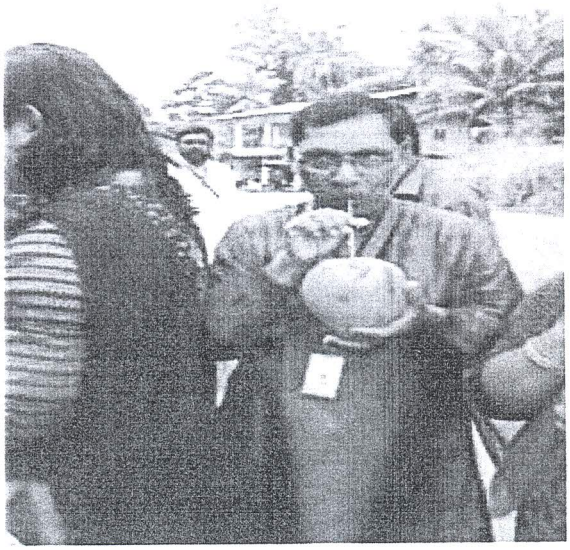

সকাল ৭.৩০ টায় আমাদের কর্মসূচী প্রশাসনিক শহর ক্যান্ডি যাওয়ার। গতকাল রাত্রেই ফিরে আসার সময় বলে দেওয়া হয়েছিল ৭.৩০ টার পূর্বেই বাথরুম ও ব্রেকফাষ্ট সেরে Ready থাকতে হবে। অনেক দূরের পথ, তাই সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে। অবশেষে সেই ক্ষন আসাতে স্বারম্ভে যাত্রা শুরু হলো। পথিমধ্যে এক জায়গায় যাত্রা বিরতি হলো। এক হোটেলের সামনে, সেখানে থেকে টয়লেটে ওয়াসরুম সারা হলো। আমরা ডাক-হাক করে গাড়ীতে উঠিয়ে সুদুর ক্যান্ডির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। মাঝে মাঝে গাড়ীতে গান, কৌতুক দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশ বিরাজ করছিল। পথিমধ্যে চলতে রাস্তার ধারে বহুল আলোচিত সোনালী ডাব খাওয়ার লোভ সমলাতে কেউ পারলোনা। তাউ গাড়ি থামিয়ে করডিনেটর মহোদয় সবাইকে একে একে ১টা করে ডাব কেটে দিতে বলল, আমরা মহানন্দে ডাবের পানি খেয়ে শেষ করতে পারছিলাম না। দোকানে কলা ছাড়া ও নাম নাজানা ফল ছিল। তার মধ্যে ১৫০ রুপি কেজি দরে কলা কিনে নিলাম তারপর গাড়িতে উঠে আবার পথচলা শুরু হলো। গাড়ী চলছে তো চলছেই। তারপর মনে হচ্ছিল পেটে যেন ইঁদুর দৌড়াদৌড়ি করছিল। পথিমধ্যে কোডিনেটর মহোদয় সবাইকে আশ্বস্ত করলেন আমরা লাঞ্চ সারবো। পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে একে একে হোটেলে খাওয়ার জন্য চেয়ারে জায়াগা দখল করলো। হোটেলেটা ছোট আকারের হলেও আমাদের বাংলাদেশী বেগুনের চটপটি, ছোট মাছ,পেয়াজ,কাচাঁ ঝালের সালাদ মনে হচ্ছিল দেশেই খাচ্ছি। কিন্তু তারপরও কয়েকজন শিক্ষিকা খেতে পারছিলনা। খাওয়া শেষ করে গাড়িতে উঠে পড়লাম। আবার শুরু হলো পথচলা। চলতে চলতে মনে হচ্ছিল, আমরা যেন বান্দরবান, রাঙ্গামাটিতে চলে এসেছি। কি অপরুপ দৃশ্য, মেঘ যেন পাহারের চুড়া ছুয়ে যাচ্ছে। অনেক পুরাতন নিদর্শন দেখা যাচ্ছে। অনেক বৌদ্ধ মঠ দেখা যাচ্ছে। রাস্তার দুপাশে সাইনবোর্ড বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইউনির্ভাসিটি কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নাসিং ইনসষ্টিটিউট দেখা যাচ্ছে। আমরা কলোম্ব থেকে অনেকদূর চলে এসেছি। পাহাড়ের কোলে সুন্দর সুন্দর ঘরবাড়ী দেখা যাচ্ছে। যা দেখে দার্জিলিং এর কথা মনে পড়ে যায়। পার্থক্য শুধু ঠান্ডা গরমের। যাই হউক দেখতে দেখতে আমরা ক্যান্ডির কাছাকাছি আসতেই কোডিনেটরের মাউথপিসে কণ্ঠ

ভেসে আসলো; We have near candy, All participant attention please. কেউ কেউ ছিমোচ্ছিল | সবারই কান খাড়া হয়ে গেল। আস্তে আস্তে গাড়ি পাকিং করার জন্য সুবিধামত জায়গা খুজছিল। অবশেষে সুবিধামত জায়গা দেখে গাড়ি পাকিং করল। আমাদের নামার পূর্বেটীম লিডারের অনুমতি নিয়ে ১.৩০ টা সময় বেধে দিল এর মধ্যে ফিরে আসতে না পরলে নিজ খরচে হোটেলে ফিরতে হবে। আমরা যে যার সুবিধামত মার্কেটে চলে গেলাম। যোগাযোগের জন্য সর্বপ্রথম দরকার ছিল মোবাইলে লোড দেওয়ার। তাই আমি ও মোরসেদা খুজে বের করলাম ও লোড দিলাম। তারপর আমরা একটা শপিংমলে ঢুকলাম মার্কেট করার জন্য। সীমিত সময়ের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে যে যার ইচ্ছামত শপিং করলাম। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসে গাড়ীতে উঠলাম। গাড়ী আমাদের ছাড়লো ৬.১৫ মিনিটে। দীর্ঘ পথ ও দীর্ঘ সময় গান, কবিতা, কৌতুকের মাঝে কখন যে সময় কেটে গেছে আমরা এসে পৌছিলাম আমাদের চিরচেনা আবাসস্থল হোটেলে, আসতে তখন রাত প্রায় ১১.০০টা সারাদিনে Journey তে এমনিতে চোখ বুজে আসছিল। সবাই যে যার রুমে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

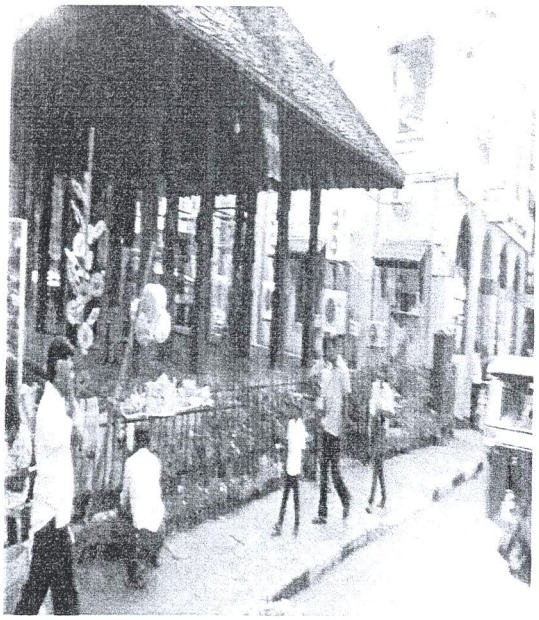

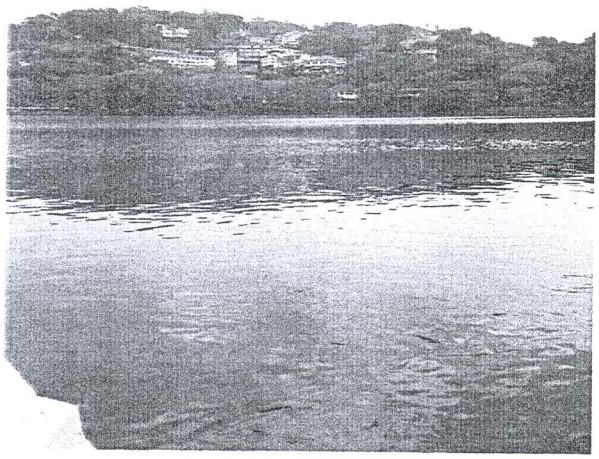

সুবিখ্যাত গ্যাল সমুদ্র সৈকত ৩০/৪/১৭

Galle সমুদ্র সৈকতে একদিন:

টীম Co-ordinetor Mr. Gamini ও টীম লিডারের নির্দেশনায় শ্রীলংকার প্রাকৃতিক সুন্দরতম সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। সম্ভবত কলোম্ব থেকে ১২৫ কি:মি: দক্ষিনে সমুদ্র তীরে অবস্থিত। এই সমুদ্র সৈকতটি যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মনকে আনন্দ দেয় তেমনি এর ঐতিহাসিক খ্যাতিতে সমৃদ্ধ একটি সমুদ্র সৈকত শ্রীলংকাকে বিখ্যাত করেছে।

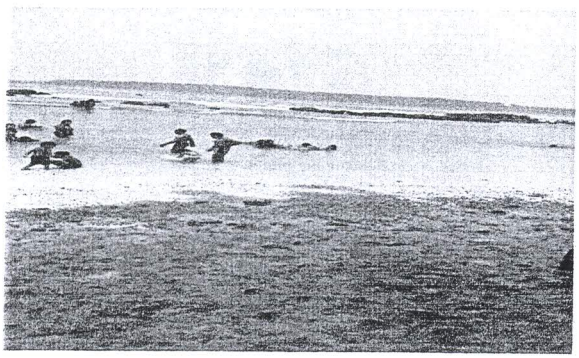



ইহা গালি ফোর্টের জন্য বিখ্যাত। এই শহর দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত। ইহা গোড়া পত্তন হয়েছিল পর্তুগিজ উপনিবেশিক দ্বারা ১৬০০ শতকে। সাগর তীর পাথরের তৈরী প্রাচীর বেষ্ঠনী যাহা ওলন্দাজদের দ্বারা সম্প্রসারীত হয়েছিল। ইহা যাহা চলাচল নিষিদ্ধ রাস্তা বেষ্ঠনী আছে। এখানে পতুর্গীজ, ওলন্দাজ ও বৃটিশদের স্থাপত্য প্রতিফলন দেখা যায়। উল্লেখযোগ্য অট্রালিকার মধ্যে আছে নির্মিত গীর্জা এ ছাড়াও রয়েছে মুসলীম গবেষনা কেন্দ্র ও বৌদ্ধদের মঠ দেখা যায়। এখানকার উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে গ্যালে বাতিঘর প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করছে।









এরপর দুপুরের ল্যাঞ্চ সারার জন্য আমাদের কো-অডিনেটর মিঃ গামিনি সুরানা নামক এক হোটেলে Galle থেকে ৫/৭ কি:মি: ভিতরে অর্থ্যাৎ কলোম্ব রোডে, সম্পূর্ন গ্রামীন পরিবেশে খাবারের মধ্যে, মনে হচ্ছিল বাংলাদেশের খাবার মনে হচ্ছিল। ভাত, মাংস ও ডালকারীর সঙ্গেঁ মনে হচ্ছিল মুলার সাথে দেশী নলা মাছ ভাজা তাছাড়া অন্যান আইটেম সহকারে নিজের বাড়ীতে খাচ্ছি। হোটেলের কোন বয় বাবুর্চি ছিল না। স্বামী-স্ত্রী, মেয়ে ও ছেলে এই নিয়ে হোটেলটি পরিচালিত। খুবই তৃপ্তি সহকারে ল্যাঞ্চ খেলাম। অত:পর আমরা রওনা দিলাম আমাদের কলোম্ব শহরের একটি সুনামধন্য Shoping Complex এ বহুতল বিশিষ্ট। বিভিন্ন জিনিস দেখার জন্য আমাদের সংঙ্গে টীমলিডার এডি, মোসলেম উদ্দিন সহ লিফটে উপরে নীচে উঠানামা করলাম। একে একে বিভিন্ন জিনিস দেখছিলাম আর দেশের বিভিন্ন বন্ধু বান্ধবের মুখ ভেসে উঠছিল কার জন্য কোন জিনিস কিনি। যাই হউক সন্ধা প্রাই সমাগত, আমাদের কো-অডিনটের তারা দিলেন গাড়ীতে উঠার জন্য। সবাই হাসি খুশি হয়ে আমাদের আবাসিক হোটেলে ফিরছি। প্রায় ৮.৩০ টায় ফিরে আসলাম হোটেলে। সেদিনের জার্নিটা খুবই আনন্দদায়ক ছিল। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দৃশ্য গুলো বার বার মনে হচ্ছিল। আর মনে হচ্ছিল এ দিন কোন দিন ফিরে পাব না। স্বার্থক হলো মানব জীবন।

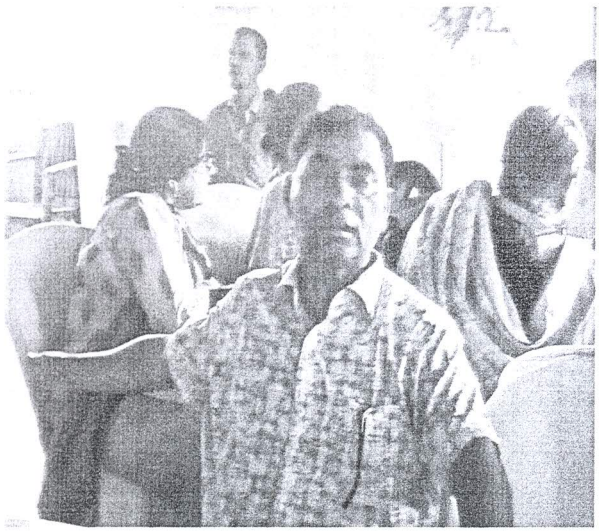



কলোম্ব ইউনভার্সিটি ০১/৫/২০১৭

শনিবার- আমাদের দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা কিন্তু শ্রীলংকায় শনিবার ও রবিবার দুইদিন বন্ধ থাকে, এই বন্ধকে Weekenday বলে। নাহলে দুদিনে আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারতাম। ফলে তার পরিবর্তে সাংস্কৃতিক ও ব্যানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার কর্মসূচী ছিল। তাই আমাদের নিয়ে রওনা দিল বিখ্যাত কলোম্ব ইউনিভার্সিটি দেখার জন্য। আমাদের যাত্রাকে আনন্দঘন পরিবেশ করার জন্য মাঝে মাঝে কৌতুক, গান ধারাবাহিক ভাবে চলছিল। উল্লেখ্যযোগ্য প্র/শি তহুরা বেগম, রেজাউল কবীর, মোরসেদা বেগম; রেহানুল হক আরো অনেকে। ইতিমধ্যে আমরা কলোম্ব ইউনিভার্সিটি তে পৌছে গেলাম। সেখানেও Weekenday চলছিল ইউনিভার্সিটির ফাকাল্টি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। এর মধ্যে কিছু ছাত্র/ছাত্রী পড়ালেখায় ব্যাস্ত ছিল। তাদের সংঙ্গে কথা বললাম।





আমাদের সংঙ্গে টীমলিডার, কোরর্ডিনেটর, অন্যান্য শিক্ষকেরা ছবি তুললাম। খুব ভালো লাগছিল ক্যাম্পাসটি। সেখানে সবাই মিলে ছবি তুললাম ও তহুরা বেগমের নাচ-গান শুনলাম।



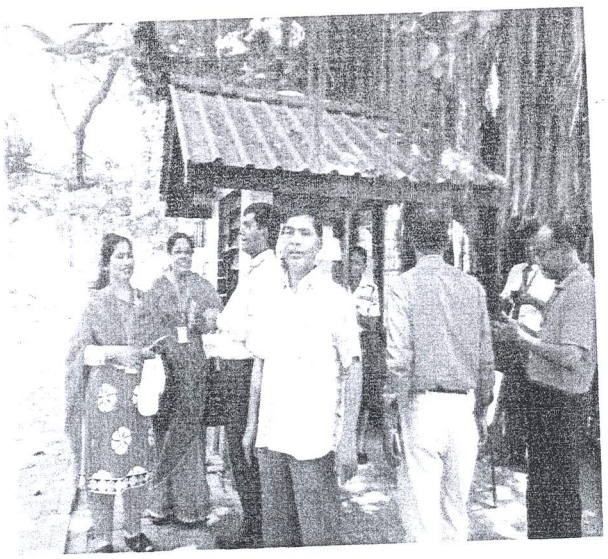

ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে ভিকটোরিয়া পার্কে আসলাম। পার্কে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে দেখলাম। ঝুলন্ত সেতুতে পার হলাম। এক জায়গায় বসে সবাই মিলে কিছুটা সময় কাটালাম।



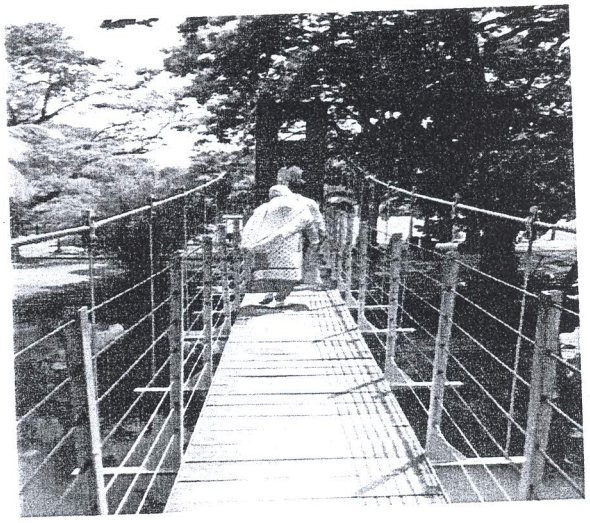

ভিকটোরিয়া পার্ক থেকে ঘুরে এসে শহরের মধ্যে এক হোটেল থেকে লাঞ্চ প্যাকেট গাড়ীতে তুলে নিল। অত:পর ফিরে আসলাম। সময়ও উত্তপ্ত পরিবেশ থাকায় কয়েক জায়গায় প্রোগ্রাম থাকলেও আর কোথাও কেউ যেতে চাইলেও কারো মন সায় দিলনা। সবাই রেষ্ট নেওয়ার উদ্দেশ্যে Reface জন্য হোটেলে ফিরে আসলাম। বিকালে ৪.৩০ টায় মাকের্টের উদ্দেশ্যে বেরুলাম। মার্কেট শেষে রাতের ডিনার নিয়ে হোটেলে ফিরলাম।





পল্লী অঞ্চলের বিদ্যালয় পরির্দশন ০২/০৫/২০১৭ ইং মঙ্গলবার:

সময়: ৯ টায় রওয়ানা

বিদ্যালয়ের নাম- MEWANA PANA M.V.

Principal এর নাম- Sarat Punnisery.

ছাত্র সংখ্য- ৮৪৫ জন

শিক্ষক সংখ্যা- ৪৫ জন

প্রাথমিক মাধ্যমিক মিলে-১৬০০ জন শিক্ষার্থী

প্রাইমারী থেকে শুরু করে উপর লেভেলে বালক-বালিকা পৃথক বিদ্যালয় আছে। পূর্বের বিদ্যালয়ের ন্যায় এটি ও বালিকা বিদ্যালয়। এখানে ধর্ম ভিত্তিক পৃথক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেশী। এই বিদ্যালয়টিতে ও বুদ্ধিষ্ট শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করে। এখানকার প্রথা অনুযায়ী সকালে সমাবেশর সময় প্রত্যেক শিক্ষার্থী হাতে ফুল নিয়ে আসে এবং সেগুলো গৌতম বুদ্ধের বেদিতে ফুল দিয়ে প্রনাম জানিয়ে শ্রেনীকক্ষে প্রবেশ করে।

বিদ্যালয়টিতে প্রতিটি শ্রেনী কক্ষ Internet canected এখানে IT কার্যক্রম আছে।

Co-curriculum activities দ্বারা শিক্ষার্থীদের আনন্দদান সহ দক্ষতাবৃদ্ধির ব্যবস্থা আছে। উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়টিতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক দুই শাখাই পড়ানো হয়। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শাখা দেখার জন্য প্রিন্সিপাল নাম শরত পুন্নিশারি ও ভাইস প্রিন্সিপাল আছেন।





এখানে মাধ্যমিক শাখা একাদশ শ্রেনী পযর্ন্ত। তাদের দুজনের পৃথক পৃথক অফিস কক্ষ আছে। প্রতিটি শ্রেনীকক্ষ I.C.T দ্বারা সজ্জিত। প্রাথমিক পর্যায়ে stage-2 তে Block teaching করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠদান সময় ৭.৩০ টা হতে ১.৩০ পযর্ন্ত চলে। শিক্ষার্থীরা চলে গেলে শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজ করে। শ্রেনী কক্ষে দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদান চলে। এই বিদ্যালয়ে Scout এর ন্যায় ক্যাডেট এর দল আছে।

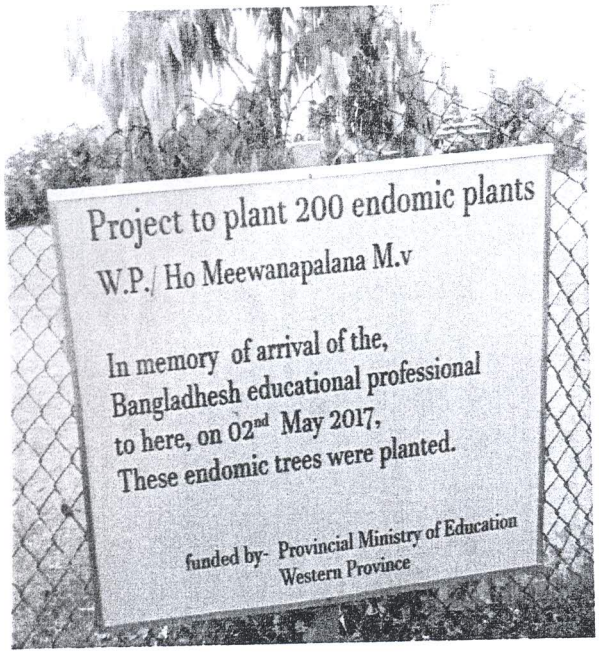



সকল শিক্ষার্থী ও শিক্ষক English ও সিংহালা ভাষায় কথা বলে।

শ্রীলংকার ৭ দিন কার্যকালের মধ্যে দীর্ঘ তিনদিন পর পল্লী অঞ্চলের একটি মিউয়ানাপালানা প্রাথমিক বিদ্যালয় দেখার সৌভাগ্য হল আজকে। সকাল ৯ টায় আমাদের টীম গাড়ীতে উঠে পরল। গাড়ী চলছে আমাদের Journy কে আনন্দদায়ক মনে হচ্ছিল, কারন শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে থেকে আবেগে গান, কৌতুক একের পর এক চলছিল। বিশেষ করে পপি ম্যাডাম, মোরসেদা ম্যাডামের কণ্ঠে গান ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল আনন্দের সাগরে। পথিমধ্যে হাইওয়ে যাত্রা বিরতি দিয়ে কেউ ওয়াস রুম কেউবা চা-কফি পান করে এনার্জি রিচার্জ করে নিল। আবার যাত্রা শুরু, দুইপাশদিয়ে দেখতে দেখতে মাঝে মধ্যে দু-একটা গ্রামের বাড়ী দেখা যায় আবার পাম গাছ দেখা যায়, আবার কোথাও উচু পাহাড়ের টিলায় চা বাগান চোখে পড়ে। কখনও কখনও পাথর-লালমাটি মিশ্রিত পাহাড় দেখা যাচ্ছিল। ঝকঝকে পরিস্কার, প্রসস্থ রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলছিল। সে এক অচেনা নতুন দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা পৌছে গেলাম প্রত্যন্ত গ্রামের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। নাম তার মিউয়ানাপালানা প্রাথমিক বিদ্যালয়। গাড়ী থেকে নেমে বিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে যেতেই সারিবদ্ধ ভাবে হাতে ফুল নিয়ে দাড়িয়ে ছিল শিক্ষার্থীরা। আমাদের টীমের সবাইকে রিবনের ও আর্ট পেপার কেটে মালা পড়িয়ে দিচ্ছিল আর হাতে তাদের একগোছা পান আমাদের হাতে দিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রনাম করছিল। শেষে তারা চলে গেলে, শুরু হল মহিলা দল ও পূরুষ দলের সাম্বা নৃত্য। প্রায় ৩০/৪০ মিনিট ব্যাপি সাম্বা নৃত্য পরিবেশন করে আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে স্বাগতম জানালো। অত:পর আমাদের বসার জন্য প্লাস্টিকের চেয়ার দেওয়া হল। আমরা সারিবদ্ধভাবে বসলাম। তারপর পরিচয় পর্ব শুরু হল। আমাদের পক্ষ থেকে পিতলের নৌকা উপহার দেওয়া হলো পিন্সিপালকে। সকল আচার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর নিয়ে যাওয়া হল একটি বিশেষ কক্ষে সেখানে আমাদের নাস্তার আয়োজন করা হয়েছিল। নাস্তার উল্লেখযোগ্য দিক হলো শিক্ষার্থীর বাড়ীর তৈরী পিঠা তার সংঙ্গে ছিল কলা, আপেল এর মত কিছু ফলমুল এত পরিমান ছিল যে, আমরা সব আইটেম খেতে পারছিলাম না। কিছু ছেড়ে দিলাম কিন্তু একশিক্ষিকার ভ্যানিটি ব্যাগে রাখতে দিলাম। শেষে চা এলো; পরিতৃপ্তভাবে খেলাম। এরপর শুরু হলো ক্লাসরুম পরিদর্শন, পাঠদানরত কয়েক জনের পাঠদান দেখলাম। তাদের উপকরন গুলি ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম। তাদের কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকাদের সংঙ্গে ইংরেজিতে মত বিনিময় করলাম। এখানে উল্লেখ্য যে, আমরা প্রাক-প্রাথমিক বলি; তাদের ক্লাসরুম থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য ইতিপূর্বেকার Urban বিদ্যালয় Sangamitta বালিকা বিদ্যালয়ের ন্যায় উম্মক্ত ফাঁকা কিন্তু গাছ তলায় পাঠদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

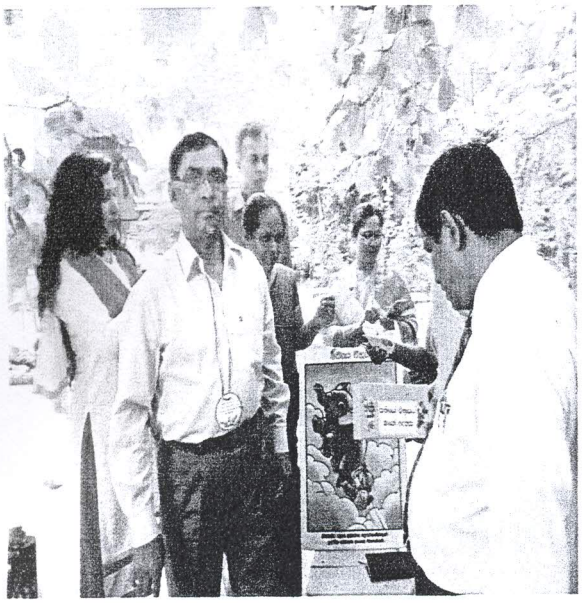



বিভিন্ন শ্রেনীকক্ষ ও পাঠদান পদ্ধতি ঘুরে ঘুরে দেখার পর আমাদের নিয়ে গেল এক বিশেষ জায়গায় যেখানে বিশেষ অতিথীদ্বারা বৃক্ষরোপন করলাম। রোপন শেষে গাছের গোড়ায় পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হলো। গাছ লাগানোর পর ফিরে আসার সময় দেখলাম শিক্ষার্থীরা সারিবদ্ধভাবে চলে যাচ্ছে টিফিন খাওয়ার জন্য, আর প্রিন্সিপাল (প্র/শি) দাঁড়িয়ে আছেন, তার পা স্পর্শ করে প্রনাম করছে। প্রিন্সিপাল তাদের মাথায় স্পর্শ করে আর্শিবাদ করছে।





এই পর্ব শেষ হওয়ার পর আমরা আবার একত্র হলাম। সকলের সংঙ্গে মত বিনিময় ও প্রশ্ন উত্তরের পর্ব শেষে আমাদের টীম লিডার মোসলেম উদ্দীন স্যার আমাদের পক্ষ থেকে বিদায়ী বক্তব্য দিলেন। তাদের পক্ষ থেকে Director, Principale, Co-ordinetor Mr. Gaminie বিদয়ী বক্তব্য দিলেন।





উল্লেখ্য যে সেখানে আমাদের দেশের একজন অভিভাবক পাওয়া গেল তার মেয়ে সে স্কুলে লেখাপড়া করে। সেও আমাদের ইনভাইট দিল ফিরতি পাকে ; সে যে গাড়িতে থাকে সেটা তার স্ত্রী সিংহলি তার বাবার বাসায় বাস করে। আমাদের গাড়ী তার বাসার সামনে দাড় করিয়ে আমাদের জন্য কিছু ফলমুল কলা, বিস্কিট ও ডিংকিং ওয়াটার দিলেন খাওয়ার জন্য। সেগুলো গাড়িতে উঠিয়ে আমরা রওয়ানা দিলাম। কলম্বোয় পৌছে আমাদের করডিনেটর সাহেব বিশাল একটা শপিং মলে নিয়ে গেলেন, সেখানে গিয়ে কয়েক তলায় লিফটের মাধ্যমে উঠানামা করলাম। বিভিন্ন তলায় বিভিন্ন মাকের্টে যে যার যেমন সুবিধামত কেনাকাটা করলাম। করডিনেটর ওয়ার্নিং দিলেন, মার্কেটিং শেষ করে একত্র হওয়ার জন্য। আমরা তাড়াহুড়ো করে যে যা পারলাম কেনাকাটা শেষ করে গাড়িতে ফিরে আসলাম। আজকের দিনের কর্মসূচী শেষ করে আমাদের আবাসিক স্থল হোটেলে ফিরে আসলাম। সবাই যে যার রুমে গিয়ে আরামদায়ক বিছানায় গা এলিয়ে দিতে চোখ বুজে আসলো।

বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন: ০৩/০৫/২০১৭ ইং

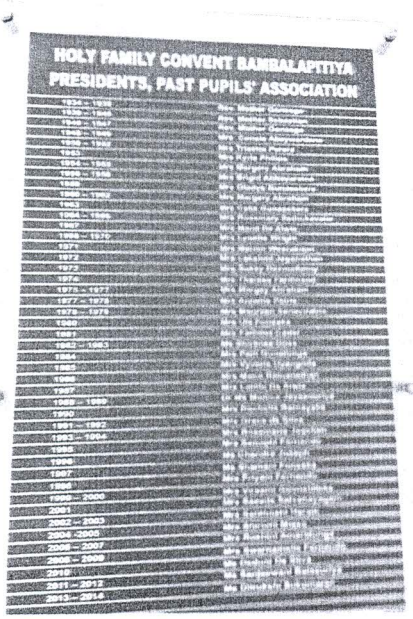



বিদ্যালয়ের নাম- হলি ফ্যামিলি কনভেন্ট বামবালা পিটিয়া

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন ডাচ, বৃটিস উপনিবেশীক আমলে। অর্থাৎ ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে।

বিদ্যালয়টি পরিচালিত খৃষ্টান সংস্থা ও অভিজাত শ্রেনীর সংগঠন দ্বারা।

বিদ্যালয়টির অবস্থান- সমুদ্রতীরবত্তি সুন্দর একটা জায়গায়। বিদ্যালয়ের বারান্দায় থেকে সু বিশাল সমুদ্র দেখা যায়। সমুদ্রের সুবাতাস বয়ে চলে যা মনকে সতেজ, ক্লান্তি দুর করে দেয়।

প্রাথমিক শিক্ষক- ৫০ জন

প্রাথমিক ছাত্র সংখ্যা - ৮৪৫ জন

প্রাথমিক থেকে একাদশ শ্রেনীর জন্য ১৭০০ জন শিক্ষার্থী

মোট শিক্ষক সংখ্যা- ১৮০ জন তন্মধ্যে ৮২ জন সরকারী নিয়োগ প্রাপ্ত, ৮২ জন সরকারী সেলারী পায় এবং ৯৮ জন Governig body দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত। স্থানীয় কমিটি দ্বারা প্রতষ্ঠানের নিজস্ব ফান্ড বেতন পেয়ে থাকে।

শ্রেনী- FCCD থেকে একাদশ শ্রেনী পযর্ন্ত।

শিক্ষাগত যোগ্যতা- সর্বপ্রথম নিম্নে Gradue উর্দ্ধে সর্বচ্চো শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন।

পাঠদানের সময়– ৭.৩০ টা হতে ১.৩০ টা পযর্ন্ত।

এই প্রতিষ্ঠানের সর্বচ্চো দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তি একজন প্রিন্সিপাল ও একজন ভাইস প্রিন্সিপাল।

শ্রেনীতে পাঠদানের সময়, এখানে প্রিন্সিপাল কতৃক পাঠ পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়ে পাঠদান করে থাকেন।

শ্রেনীকক্ষে পর্যাপ্ত শিক্ষন উপকরন দ্বারা সজ্জিত। শ্রেনী কক্ষে দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদাস পরিচালিত হয়।

বিদ্যালয়টিতে নৃত্যর জন্য পৃথক রুমের ব্যবস্থা আছে। যে সময় আমরা পরির্দশনে ছিলাম তখন নাচ ও মিউজিক বাজানো হচ্ছিল।

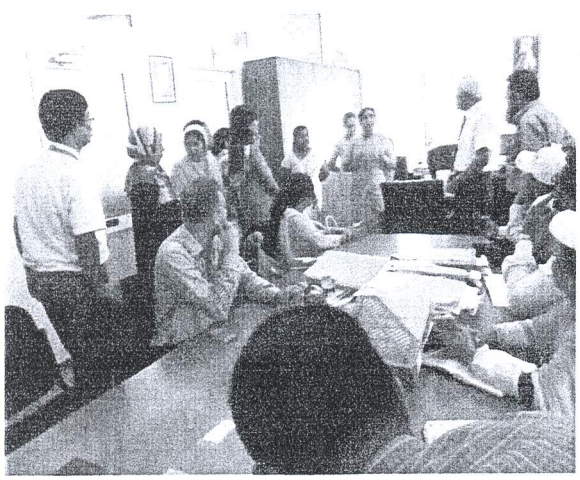

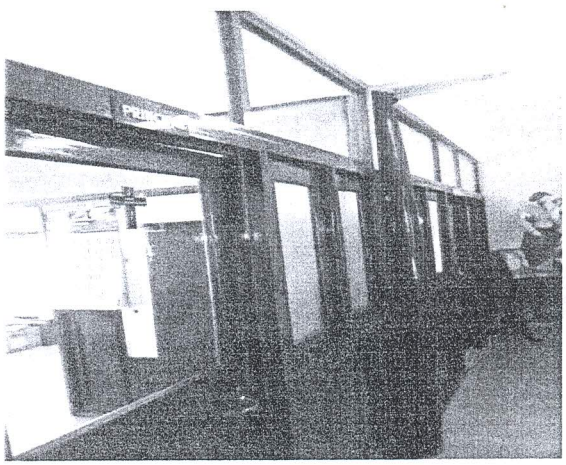

বিদ্যালয়টিতে পৃথক বিশাল কম্পিউটার ল্যাব আছে। শিক্ষার্থীরা পাঠ গ্রহনের পাশাপাশি ল্যাবে কাজ করে।

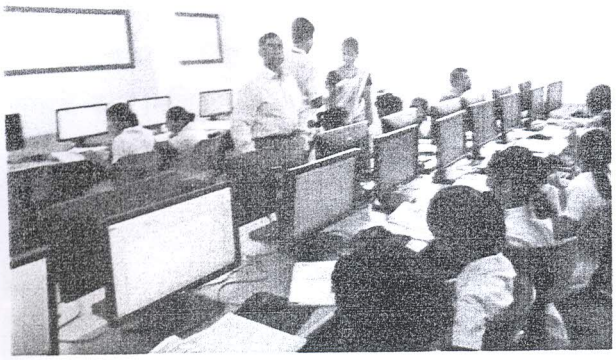



শিশুদের বিনোদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার প্লাসটিকের খেলনা আছে যা সহজেই শিশুমনকে আকৃষ্ট করে। এর মাঝে এক সময় ডাক পড়ল চা আপ্যায়নের। ভাইস প্রিন্সিপালের চেম্বারে আমাদের চায়ের সংঙ্গে উন্নতমানের বিস্কিট কেক পরিবেশন করা হলো। তার সংঙ্গে একটা করে পানির বোতল দেওয়াতে ঘুরে ঘুরে আমাদের ক্লান্তি হয়েছিল তা দুর হয়ে আবার প্রান সঞ্জীবনী ফিরে পেলাম। বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষ করে আমরা গাড়ীতে ফিরে আসলাম।



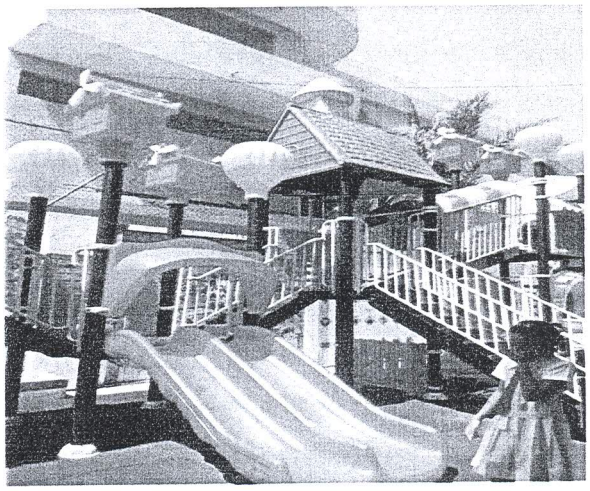

আমাদের কোরর্ডিনেটর মহোদয় সবসময় ছায়ার মত আমাদের আগলে রেখেছিলেন এবং টীম লিডারের পরামর্শ ক্রমে দিক নির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছিলেন। বিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে রোড চলে গিয়েছিল তার পাশ দিয়ে ট্রেন লাইন, তার পাশ দিয়ে সমুদ্রতীর চলে গিয়েছে। কিছুক্ষন সমুদ্রের গর্জন আর ঢেউ উপভোগ করছিলাম। তারপর গাড়ীতে উঠে হোটেলের দিকে নিয়ে চলল। মনে হচ্ছিল এ যেন মহাপ্রস্থান আর হয়তো আর জীবনে কখনো আশা হবে না। দুচোখে দেখলাম আর মনকে সান্তনা দিলাম আমাদের মানব জীবন তথা শিক্ষকতা জীবন স্বার্থক হলো।

ইতিমধ্যে আমরা ফিরে আসলাম আমাদের সুশীতল ছায়া ঘেরা চিরচেনা আশ্রয় স্থল অপুনেন্ট রিভার ফ্রেস হোটেলে। আমাদের নামতে কোরর্ডিনেটর মিঃ গামিনি ল্যাঞ্চের প্যাকেট ও পানির বোতল হাতে হাতে দিয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে আমাদের হোটেলে বিদায় জানালো , তার সঙ্গে সুসংবাদ ছিল আজকে আমাদের শেষ মার্কেটিং এর জন্য নিয়ে যাবেন সুবিশাল শপিং মলে। শপিং শেষে আসব আমরা হোটেলে। আমরা নিজ নিজ রুমে গিয়ে ল্যাঞ্চ সেরে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম আর অপেক্ষা করছিলাম আমাদের বাহন এসে নিয়ে যাবে মার্কেটে। অবশেষে বিকাল ৫.০০ টায় আমাদের গাড়ী এসে নিয়ে গেল। গাড়িতে যাচ্ছি আর মনে হচ্ছিল এ যাওয়া যদি শেষ নাহতো। এ যে পরম পাওয়া হারাতে মন চাচ্ছিলনা। ইতিমধ্যে এসে পৌছে গেছি। সুবিশাল শপিং মলে। সবাই শপিংমলে তাড়াহুড়ো করে নেমে শপিং করার জন্য উৎগ্রীব হয়েছিল বিশেষ করে মহিলা

সদস্যরা। সবাই শপিংমলে ঢুকে পড়লো। আর এদিকে আমাদের টীম লিডার মোসলেম উদ্দিন স্যার, আমি রেহানুল হক , রেজাউল কবীর ও আকতার হোসেন ৪ জনে চলে গেলাম সমুদ্র সৈকতে। হাইওয়ে অতিক্রম করতে আমরা ওভারব্রীজ ব্যবহার করলাম। পার হয়ে রেল স্টেশন। আপ-ডাউন দুইপাশ দিয়ে ট্রেন যাতায়াত করছে প্রায় ৫/৭ মিনিট অন্তর অন্তর । আমরা সমুদ্রের মুক্ত বাতাস উপভোগ করছি। ঢেউ এর পরে ঢেউ আসছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে।

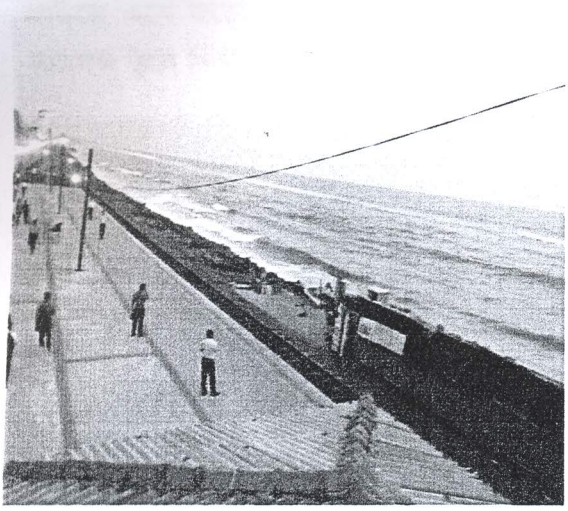



ঢেউএর রাজকীয় গর্জন নিজের অস্তিত্বকে জানিয়ে দিচ্ছে; আমি আছি, আমি থাকবো। আমাদের মনে হচ্ছিল, আমাদের মত কতজন এসেছিল, আমরা আজ এসেছি আবার কতজন আসবে কিন্তু আমরা হারিয়ে যাব। ইতিমধ্যে সূর্য অস্তগামী আমরা যে যার ক্যামেরায় ছবি তুলছিলাম এই স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য। ইতিমধ্যে সন্ধা ঘনিয়ে এসেছে। যাই যাই করে কিছুটা সময় কেটে গেলো। আবার রেল স্টেশন পার হয়ে ওভার ব্রিজ ব্যবহার করে হাইওয়ের ওপারে গিয়ে দাড়ালাম। আস্তে আস্তে আমাদের পাকিং করা গাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখি সবাই সহাস্য বদনে শেষ মার্কেটিং করে বেড়িয়ে আসছে। সত্যি একটা বিষয় প্রমানিত হলো পুরুষের তুলনায় মহিলারা মার্কেটিং এ দক্ষ। কারন তারা ছোট ছোট বিষয় বেশী গুরুত্ব দেয়, বাড়ী ঘরের কথা বেশী চিন্তা করে। যেটা পুরুষেরা এ বিষয়ে অদক্ষ, সেটা আমাদের ক্ষেত্রে বেরসিকতারর পরিচয় দিয়েছিলাম। পরবর্তীতে আমি বা আমরা আফসোশ করেছিলাম। আরো কিছু জিনিস কেন কিনি নাই। দেশে এসে সমস্যায় পড়তে হয়েছে। নিকটতম অনেক ব্যাক্তির আশা আকাংখা পূরন করতে পারি নাই।





যাই হউক ইতিমধ্যে আমরা হোটেলে প্রায় ৯.০০ টায় এসে পৌছিলাম। ইতিমধ্যে আমাদের হোটেল ছাড়ার সময় অনেক আগেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, সে সময়টুকু আমরা আছি; বিদেশী হিসাবে তাদের দয়া আর

সহানুভুতি। ইতিমধ্যে সবাই হোটেলের বিল পরিশোধ করে ভাউচার নিলাম। সবাই ব্যাগ ব্যাগেজ ঠিকঠাক করছিলাম। সবাই হোটেল ছাড়ার জন্য সতর্কতার সঙ্গে গোছগাছ করছিলাম। টীম লিডার তাড়া করছিলেন হোটে ছাড়ার জন্য সব কাজ শেষ করে Reciption এ এসে দাঁড়ালাম। যারা আমাদের গত সাত দিন ধরে বিভিন্ন প্রকার সেবা দিয়েছিলেন তাদের সংঙ্গে বিদায় সম্ভাষন জানিয়ে Hi, Good evening, Good night বলে হাত নেরে নেরে ল্যাগেজ সহকারে লিফটে গিয়ে উঠলাম। আমরা সবাই হোটেলের সামনের গ্রাউন্ডে এসে জড়ো হলাম। আমাদের ল্যাগেজ নেওয়ার জন্য অন্য এক গাড়ী রেডী ছিল। সেখানে সবাই ল্যাগেজ তুলে দিলাম।

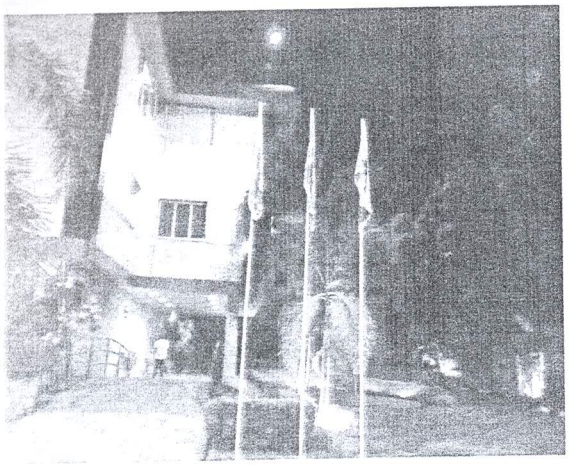

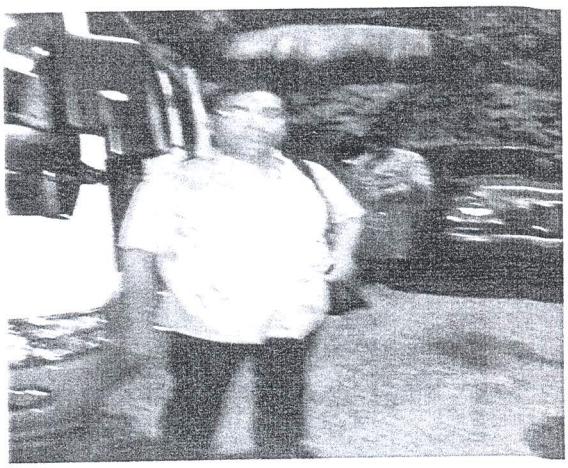

তারপর যিনি আমাদের অভিভাবক হিসাবে সর্বক্ষন নির্দেশনা, সেবা দিয়ে গেছেন, তিনি আর কেউ নন; কোরর্ডিনেটর মিঃ গামিনি। যিনি শুরু থেকে শেষ পযর্ন্ত আমাদের দেখাশুনা করেছেন। তাকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা গিফট হাতে তুলে দিলাম; জিনিস ছিল ঢাকায় আমরা নিয়েছিলাম পিতলের সোনার মত নৌকা, তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। ইতিমধ্যে আমরা গাড়িতে সবাই আসন গ্রহন করেছি। মিঃ গামিনি আমাদের সংঙ্গেই ছিলেন এয়ারপোর্ট পযর্ন্ত। এয়ার পোর্টে নেমে আবার সেই নিয়ম কানুন যার যার ল্যাগেজ গাড়ী থেকে নামিয়ে আমাদের হাতে দিল। আমরা ট্রলি নিয়ে তুললাম। কয়েকজন মহিলা সদস্য অসহায়ের মত আমার সাহায্য চাইল তাদের ল্যাগেজ নেয়ার জন্য, তার দেখা দেখি অন্যরাও সাহায্য চাইল। আমি (রেহানুল হক) তাদের যতদুর সম্ভব সাহায্য করলাম। দুইজনের ট্রলি একাই নিয়ে গেলাম। চেকিং পার করলাম। আবারো চেকিং পার হয়ে বডিং পাশের জন্য আমরা দুই লাইনে দাড়ালাম, যাতে তারাতারি হয়। একে একে সবার বোডিং পাশ শেষ করার পর হালকা হ্যান্ড ব্যাগ নিয়ে আমরা একটা বসার জায়গা খুজছিলাম। অবশেষে ঘুরতে ঘুরতে পেয়ে গেলাম। তার আবার বডি স্ক্যানিং চেকিং শেষ করে ফ্লাইটে উঠার অপেক্ষায় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় বসলাম।

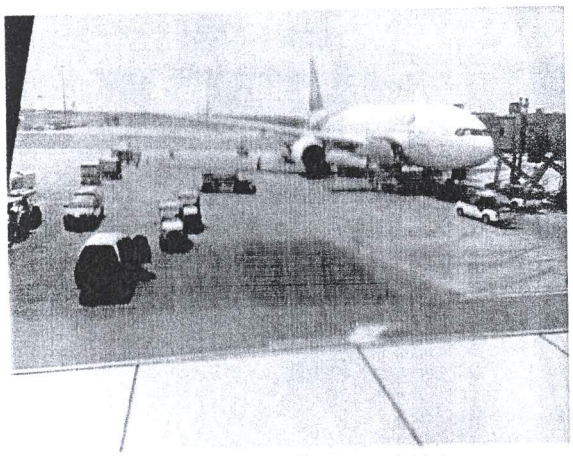



কিছুক্ষন পর দেখলাম সবাই সামনের দিক যাচ্ছে, আমরাও এগুলাম বিমানে উঠার সিড়ি দেখলাম, সিড়িতে যেতেই বিমানের গেটে দাঁড়িয়ে দুই অতীব সুন্দরী এয়ার হোষ্টেস হাত বাড়িয়ে আমাদের বিমানে উঠার আমন্ত্রন জানিয়ে সহাস্য বদনে টিকিট চেক করে নিদের্শনা দিচ্ছিলেন কোনদিকে যাব। কারন টিকিটের সিরিয়াল অনুযায়ী বসতে হবে। সিরিয়াল খুজে পেলাম আমাদের গ্রুপের ৩ লেডিসের মাঝখানে আমার সিট হলো। অন্যান্যরা কে কোথায় বসলো ঠাহর করতে পারছিলাম না সুপরিসর বিমানের ৩ টি কেবিন আবছা অন্ধকার তখন রাত প্রায় ১.১৫ মি. থাই এয়ার ওয়েজ TG 308 তার উদর পুর্তি করে কলোম্ব থেকে রাত ১.২০ মিনিটে আমাদের নিয়ে ভারত সাগরের উপর দিয়ে উড়াল দিল। ইতিমধ্যে হালকা আওয়াজ আসছিল সিট বেল্ট বেধে নেওয়ার জন্য এবং হেডফোন লাগিয়ে নেওয়ার জন্য। আমরা সামনে পিছনে মিনি ল্যাবটবের মত যেখানে আমাদের অবস্থান ভিডিও , ফ্লিম, মিউজিক দেখার ব্যাবস্থা আছে, একটা রিমোটও ছিল। বসে বসে Film, Vedio, Cartoon দেখছিলাম। কিছুক্ষন পর এয়ার হোষ্টেস খাবরের ট্রলি নিয়ে এসে খাবার পরিবেশন করে গেল। এর মধ্যে কেউ ফিস, অথবা চিকেন বেছে নিচ্ছে। তাছাড়া অন্যান্য আইটেম সবার জন্য একই। শেষে জিজ্ঞেস করছিল জুস, কোল্ড ড্রিকংস বা হট ড্রিংকস খাবে কি-না? আমাদের মধ্যে প্রাই সবাই জুস বেছে নিল। জুস খাওয়ার পর চা অথবা কফি যে যার পছন্দ সে অনুযায়ী খাওয়ার পালা শেষ করলাম। কিছুক্ষন পর প্রায় সবাই ঘুমের কোলে নিজেকে ছেড়ে দিল। শুধু নীরবতা আর বিমানের হালকা একটা শব্দ। কিছুক্ষন বিমান বালারা নিদের্শনা দিচ্ছে সিট বেল্ট বাঁধার কথা। তাতে বুঝলাম আমরা ব্যাংকক চলে এসেছি তখন প্রায় সকাল ৬.১৫ মিনিট। যে যার ব্যাগেজ নিয়ে নামার প্রস্তুতি নিলাম। বিমানের গেটে দাড়িয়ে মিষ্টি হাসি দিয়ে এয়ার হোষ্টেসেরা আমাদের বিদায় জানাল।



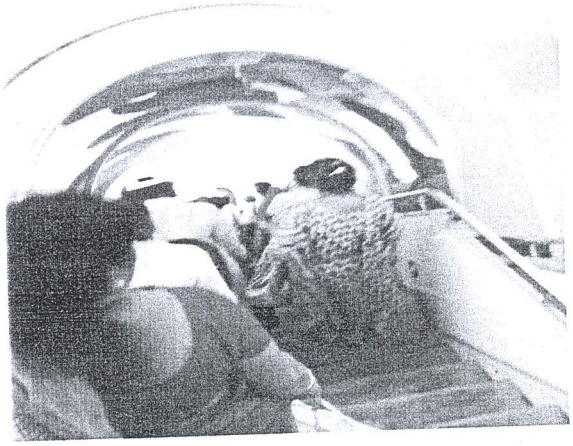

নীচে গ্রাউন্ডে নামতে দিখি আমাদের নেওয়ার জন্য থাই এয়ারবাস প্রস্তুত হয়ে আছে। নামতেই আমাদের আবার তুলে নিল। উঠে বসলাম অল্প কিছুক্ষনের মধ্যে এয়ার পোর্টের একটা গেটের সামনে নামিয়ে দিল। আমরা গেটের ভিতর প্রবেশ করলাম। আমরা আসার সময় এখানে ছিলাম। তাই কিছুটা পরিচিত অনেকে এয়ারর্পোটের মধ্যে মসজিদ ছিল, নেমে ফ্রেস হলাম নামাজও পড়া হলো। এরপর বিভিন্ন জন বিভিন্ন দিকে ঘোরা ফেরা করছিলাম। আর সময় কাটাচ্ছিলাম। অবশ্য সবজায়গায় চলন্ত সিড়ি ছিল শুধু দাঁড়াতে হবে। কোথায় যাবেন সেখানে নিয়ে যাবে। আমরা ঘুরছিলাম, কারন প্রায় ৪.৩০ ঘন্টা টাইম পাশ করতে হবে। অনেক দোকান আছে লেখা আছে ডিউটি ফ্রি; কিন্তু দাম অত্যাধিক। কিছুক্ষনপর আমাদের টীম লিডারের নির্দেশে চলন্ত সিড়ি দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। এখানে উঠলে আর নীচে নামা যাবে না। উপরেও অনেক দোকান অনেকে বসার জায়গা আছে। সেখানে মোবাইল চার্জ দেওয়ার অনেক স্পট ছিল।





কিছুক্ষন বসে থাকার পর আবার বডিং পাশ ল্যাগেজ পাশ করা। এখানেও চলন্ত সিড়িতে নিজের ব্যাগ, জুতা, বেল্ট, মোবাইল ঝুড়িতে রেখে দিতে অটোমেটিক্যালি মিনি চলন্ত সিড়ি দিয়ে গেটের ওপারে চলে গেল, আর ম্যান যাবে সরু গেটের ভিতর দিয়ে পার হয়ে ওপারে, আবার বডি চেকিং ডিটেকটর দ্বারা, চেক করে তারপর নিজের জিনিস পত্র নিলাম।

এরপর আমাদের নেওয়ার জন্য TG 321 অপেক্ষা করছিল, তার গেট নং ১৪ সেই দিকে গিয়ে আরাম করে বসলাম। প্রত্যেকের মোবাইলে ঠিকানা নিচ্ছিলাম। কারন এতোদিন আমরা একত্রে ছিলাম বিমানে উঠার পর আর একত্র হওয়ার সুযোগ থাকবে কি না। কিছুক্ষন পর থাই এয়ারপোর্ট ছাড়ার বিদায় ঘন্টা বেজে গেল তখন





প্রায় ১০.১৫ মিনিটে এয়ারপোর্ট ছেড়ে আমরা থাই এয়ারওয়েজের দিকে এগুলাম। আমাদের ওয়েলকাম জানিয়ে বিমানের ভিতর সবাইকে উদরস্থ করে ফেলল। সবাই যে যার টিকেট নাম্বার অনুযায়ী সিটে বসে পড়লাম। কিন্তু অস্বস্তি লাগছিল। আবার সেই দুই শিক্ষিকার মাঝে(মানজিমা, নিলু) আমার বসার জায়গা হলো। আর একজন শিক্ষিকা (আইরিন) অপরিচীত লোকের সিটের পাশে তার জায়গা। আইরিন আমাকে প্রস্তাব দিল ভাই আপনি দয়া করে এখানে আসেন আমি আপনার সিটে যেতাম। আমিও আমার তার সীটে চলে এলাম। তারপর পূর্বের ন্যায় সিট বেধে নিলাম। হেডফোন লাগিয়ে বসে আছি। বিমানটি ধীরে ধীরে উঠলো। তখন প্রায় ১০.৩৫ মিঃ বুঝলাম বিমানটি থাইএয়ার পোর্টের মাটির মায়া ত্যাগ করে শূন্যে উঠে যাচ্ছে। কিছুক্ষন পর চলতে শুরু করলো। থাইল্যান্ডের মায়া ত্যাগ করে, নিজের দেশের উদ্দেশ্যে উড়ে চললো থাই এয়ারওয়েজ নামক পাখিটি।

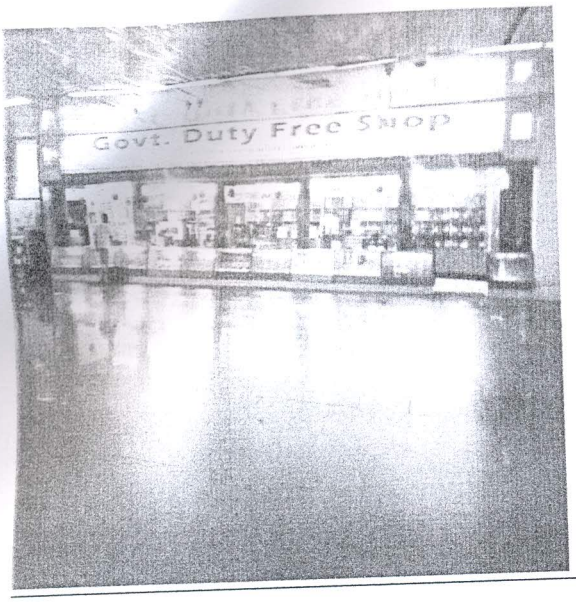



হযরত শাহ্জালাল (রাঃ) আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট,ঢাকা।

উপসংহারঃ

যা কিছু ভালো অকপটে স্বীকার করতে দোষ নেই। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সংশোধন কিংবা আমাদের দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য অনুসরণীয় বা বর্জনীয় কিছু তথ্য প্রস্তাব করা হলো। শ্রীলংকা, এক কথায় বলতে হয় আমাদের দেশ থেকে অনেকাংশে এগিয়ে । তার প্রধান কারণ হলো সরকারের প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উদার সহযোগিতা দান। যে যে ক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছে, তার কিছুটা আলোকপাত করা হলো এবং এ বিষয়গুলি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা মন্ত্রনালয়কে বিবেচনার জন্য সুপারিশ করা হলো। যেমন শ্রীলংকায় শিক্ষক:শিক্ষার্থী অনুপাত ১:১৫ জন। সকল শিক্ষার্থীকে ইউনিফরম বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। তাদের জুতাও সরবরাহ করা হয়, মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। যোগাযোগের জন্য বাসের সুব্যবস্থা করা হয়েছে। কোন পরীক্ষার ফি নেওয়া হয়না। তাদের প্যারেন্টস ডে পালনের জন্য খরচ বহন করা হয়। শিক্ষকের উৎসাহ বা প্রনোদনার জন্য সহকারী শিক্ষক থেকে মহা পরিচালক পর্যন্ত যোগ্যতাবলে পদন্নোতির সুযোগ আছে। যা শিক্ষকেরা মনে প্রাণে শিক্ষকতা পেশাকে গ্রহণ করে আন্তরিকতার সঙ্গে সেবা দিয়ে যাচ্ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা পেশায় প্রবেশের পূর্বে শর্ত প্রাথমিক শিক্ষার ডিপ্লোমা ডিগ্রি(SBTD) অর্জন করতে হবে। এই ডিপ্লোমা ডিগ্রি(SBTD) অর্জন করতে ৪ বছর মেয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়।

পাঠদানের সময় শ্রেণীকক্ষে একজন শ্রেণী শিক্ষক, আর একজন পাঠদানের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক থাকেন। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও সবার জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি শ্রেণী কক্ষ ইন্টারনেটের আওতায় আনা হয়েছে।

শ্রীলংকায় প্যারা শিক্ষকের ভাতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষাকে ব্যাধ্যতামুলক করতে শ্রীলংকায় অভর্তিকৃত শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবককে জরিমানা সহ জেল হাজতে প্রেরণের আইনকে কঠোর ভাবে অনুসরণ করা হয়।

যা বর্জনীয় তাহলো, শ্রীলংকায় ধর্ম ভিত্তিক, লিংগ ভিত্তিক বিদ্যালয় আমাদের দেশে কাম্য নয়।

যদি শ্রীলংকার ন্যায় অনুকরণ ও অনুসরণ করা হয়, তবে আমাদের দেশেও ১০০% শিক্ষিতের হারে উন্নীত করা সম্ভব। তাই আশা করি, আমাদের বাংলাদেশেও ১ শত ভাগ শিক্ষায় শিক্ষিত হউক এটাই আমাদের কাম্য। সর্বশেষে এই কর্মসূচী আয়োজনে ও অর্থায়নে প্রাথমিক ও গনশিক্ষা মন্ত্রানালয় (MOPME), বাংলাদেশ, কে কৃতজ্ঞতা জানাই।